চুয়াডাঙ্গায় বহিষ্কৃত যুবদল নেতাকে কুপিয়ে জখম: ঢাকায় রেফার্ড

চুয়াডাঙ্গা জেলা যুবদলের সাবেক সহ-ক্রীড়া সম্পাদক জাহিন শেখকে
(৩৮) এলোপাতাড়ি কুপিয়ে গুরুতর জখম করেছে দুর্বৃত্তরা।

হামলায় তাঁর বাঁ হাতের কবজি বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। এ ঘটনায় চুয়াডাঙ্গা জেলা ছাত্রদলের বহিষ্কৃত সহসভাপতি নাজমুল আরেফিন (কিরণ) ও তাঁর অনুসারীরা জড়িত বলে অভিযোগ উঠেছে।

শনিবার রাত সাড়ে ১১টার দিকে চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজ এলাকায় এ হামলার ঘটনা ঘটে। গুরুতর আহত অবস্থায় জাহিন শেখকে প্রথমে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নেওয়া হয়। পরে অবস্থার অবনতি হলে রাতেই তাঁকে ঢাকার জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠান (পঙ্গু হাসপাতাল) পাঠানো হয়। তিনি চুয়াডাঙ্গা পৌর এলাকার হাটকালুগঞ্জের পুলিশ লাইনস এলাকার রজব আলীর ছেলে।

পুলিশ ও স্থানীয় একাধিক সূত্র জানায়, শনিবার রাতে দুর্বৃত্তরা মুঠোফোনে ডেকে জাহিন শেখকে হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজ এলাকায় নিয়ে যায়।

সেখানে পৌঁছানোর পর তাঁকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে এলোপাতাড়ি কুপিয়ে গুরুতর জখম করা হয়। হামলায় তাঁর বাঁ হাতের কবজি বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। একপর্যায়ে তাঁকে মৃত ভেবে ফেলে রেখে চলে যায় হামলাকারীরা।

পরে স্থানীয় লোকজন তাঁকে উদ্ধার করে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিয়ে যান।

চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের জরুরি বিভাগের চিকিৎসক নাজমুস সাকিব জানান, হাসপাতালে আনার আগেই জাহিন শেখের প্রচুর রক্তক্ষরণ হয়েছিল। তাঁর বাঁ হাতের কবজি বিচ্ছিন্ন ছিল।

এ ছাড়া বাঁ পা ও শরীরের বিভিন্ন স্থানে অসংখ্য আঘাতের চিহ্ন পাওয়া যায়। তাঁর শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় উন্নত চিকিৎসার

জন্য ঢাকায় পাঠানো হয়েছে।

ঢাকায় নেওয়ার পথে অ্যাম্বুলেন্সে থাকা অবস্থায় জাহিন শেখের দেওয়া একটি ভিডিও বক্তব্য সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে।

ভিডিওতে তাঁকে বলতে শোনা যায়, ‘আমি জাহিন শেখ। আমি সজ্ঞানে বলছি, আমার যদি কিছু হয়ে যায়, এর জন্যে কিরণ দায়ী। আর শিমরানসহ কয়েকজন ছিল। আমি কোনো কিছু বুঝে ওঠার আগেই ওরা আমার গলায় এলোপাতাড়ি কোপ মারতে যায়। পেটে কোপ মেরেছে। আমার একটা হাত কেটে ওরা ফেলে দেয়। বলে, ‘দেখ, মরেছে কি না?’ তারপর পায়ের শিরা কেটে দেয়। যতক্ষণ ইচ্ছা হয়েছে, ততক্ষণ কুপিয়েছে। ধারালো সোর্ড, দা ও ডাসা দিয়ে কুপিয়েছে।’

এদিকে, শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত এ ঘটনায় থানায় কোনো মামলা হয়নি। চুয়াডাঙ্গা সদর থানার পরিদর্শক (তদন্ত) হিমেল রানা বলেন, প্রাথমিকভাবে জানা গেছে, পূর্বশত্রুতার জেরে এ হামলার ঘটনা ঘটেছে। আহত জাহিন শেখ ভিডিও বক্তব্যে কয়েকজনের নাম উল্লেখ করেছেন। বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে নিয়ে পুলিশ তদন্ত করছে।

দামুড়হুদায় ভিটামিন এ ক্যাপসুল খেয়ে ফেরার পথে প্রাণ গেল শিশুর

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদায় জাতীয় ভিটামিন ‘এ’ ক্যাপসুল খেয়ে ফেরার পথে মোটরসাইকেলের ধাক্কায় নানীর কোল থেকে সড়কে ছিটকে পড়ে স্বর্ণা খাতুন নামে এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন তার নানী সাজেদা খাতুন।

রোববার দুপুর ১২টার দিকে দামুড়হুদা উপজেলার চিৎলা দেশভাটা এলাকার সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

আহত সাজেদা খাতুন বর্তমানে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

নিহত স্বর্ণা মেহেরপুর সদর উপজেলার সৌদি প্রবাসী সাজেদুল ইসলামের মেয়ে এবং দামুড়হুদা উপজেলার পুরাতন বাস্তুপুর সালদাপাড়ার স্বর্ণকার নূর নবীর নাতনি।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, দুপুরে জাতীয় ভিটামিন ‘এ’ ক্যাপসুল খাওয়ানোর জন্য শিশু স্বর্ণাকে নিয়ে দামুড়হুদা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে যান তার মা ও নানী। পরে ভ্যানযোগে বাড়ি ফেরার পথে একটি মোটরসাইকেল তাদের ভ্যানকে ধাক্কা দেয়। এতে শিশু স্বর্ণা নানীর কোল থেকে সড়কের ওপর ছিটকে পড়ে গুরুতর আহত হয়। এ সময় তার নানী সাজেদা খাতুনও ভ্যান থেকে পড়ে আহত হন।

স্থানীয়রা তাদের উদ্ধার করে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে নিয়ে গেলে জরুরি বিভাগের কর্তব্যরত চিকিৎসক শিশু স্বর্ণাকে মৃত ঘোষণা করেন।

দামুড়হুদা মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শেখ মেসবা উদ্দীন বলেন, ঘটনাটি নিয়ে আইনগত প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।

দামুড়হুদায় বিশেষ অভিযানে স্বেচ্ছাসেবক লীগ নেতা আটক

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলায় বিশেষ অভিযান চালিয়ে আব্দুল মোমিন (৪১) নামে এক স্বেচ্ছাসেবক লীগ নেতাকে আটক করেছে দামুড়হুদা মডেল থানা পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে জানা যায়, বৃহস্পতিবার ভোররাতে উপজেলার দলকা লক্ষীপুর গ্রামে নিজ বাড়ি থেকে তাকে আটক করা হয়। আটক আব্দুল মোমিন দলকা লক্ষীপুর গ্রামের মুসা করিমের ছেলে।

দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) শেখ মেজবাহ উদ্দিন জানান, আব্দুল মোমিনের মোবাইল ফোনে সরকারবিরোধী বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে সংশ্লিষ্টতার অভিযোগ পাওয়া গেছে। এ অভিযোগের ভিত্তিতেই তাকে আটক করা হয়েছে।

তিনি আরও জানান, আটক ব্যক্তির বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে এবং বৃহস্পতিবার তাকে আদালতে পাঠানো হয়েছে। পাশাপাশি আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে বলেও জানান তিনি।

দর্শনায় জয় বাংলা লেখা বোমা সদৃশ্য বস্তু উদ্ধার

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলার দর্শনা থানাধীন কুড়ালগাছি রাইসা বিলের মৎস্য অবতরণ কেন্দ্রের সামনে থেকে জয় বাংলা লেখা লাল টেপ দিয়ে মোড়ানো একটি বোমা সদৃশ্য বস্তু উদ্ধার করেছে পুলিশ।

বুধবার (২৪ জুন) বেলা ১১ টার দিকে বোমাটি উদ্ধার করে বালতির পানিতে চুবিয়ে রাখে পুলিশ।

পুলিশ ও এলাকাবাসী সূত্রে জানা যায়, বুধবার সকালে উপজেলার কুড়ালগাছি রাইসা বিলের মৎস্য অবতরণ কেন্দ্রের সামনে জয় বাংলা লেখা লাল টেপ দিয়ে মোড়ানো একটি বোমা সদৃশ্য বস্তু দেখতে পায় বিলের মৎস্যজীবী সমিতির সদস্যরা। এরপর দর্শনা থানা পুলিশের খবর দেয়।

খবর পেয়ে দর্শনা থানার ওসি নজরুল ইসলাম সঙ্গীয় ফোর্স সহ ঘটনাস্থলে পৌঁছিয়ে বোমাটি উদ্ধার করে বালতির পানিতে চুবিয়ে রাখে।

বিলের সদস্য ও দর্শনা থানা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক মুহিত মিয়া জানান, দুষ্কৃতিকারীরা আতঙ্ক সৃষ্টি করার জন্য এই ঘটনা ঘটাতে পারে বলে ধারণ করা হচ্ছে।

দর্শনা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) নজরুল ইসলাম ঘটনা সত্যতা নিশ্চিত করে জানান, কে বা কাহারা বোমা সদৃশ্য বস্তু ঘটনাস্থলে রেখেছে জানা যায়নি। তবে তদন্ত-পূর্ব আইনানুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও তিনি জানান।

আলমডাঙ্গায় বোমা ফাটিয়ে জমি দখলের চেষ্টা: গ্রামবাসীর হাতে ১০ জন আটক

চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গা উপজেলার বাঁশবাড়ীয়া গ্রামে হিন্দু সম্প্রদায়ের মালিকানাধীন জমি জোরপূর্বক দখলের চেষ্টাকে কেন্দ্র করে উত্তেজনাকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। জমি দখলের সময় বোমা বিস্ফোরণের অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনায় স্থানীয় গ্রামবাসীরা ১০ জনকে আটক করে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর কাছে সোপর্দ করেছেন।

বুধবার (২৪ জুন) সকাল সাড়ে ৭টার দিকে বাঁশবাড়ীয়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, একদল ব্যক্তি হিন্দু সম্প্রদায়ের মালিকানাধীন জমি দখলের উদ্দেশ্যে ঘটনাস্থলে প্রবেশ করে। এ সময় তারা আতঙ্ক সৃষ্টি করতে কয়েকটি বোমা সদৃশ বস্তু বিস্ফোরণ ঘটায় বলে অভিযোগ করেন এলাকাবাসী। বিকট শব্দে পুরো এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে এবং স্থানীয় লোকজন দ্রুত ঘটনাস্থলে জড়ো হন।

পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠলে গ্রামবাসীরা দখলচেষ্টার প্রতিবাদ জানিয়ে অভিযুক্ত ১০ জনকে আটক করেন। পরে খবর পেয়ে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনেন এবং আটক ব্যক্তিদের বিষয়ে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের প্রক্রিয়া শুরু করেন।

ঘটনার পর থেকে এলাকায় চাঞ্চল্য বিরাজ করছে। স্থানীয় বাসিন্দারা অভিযোগ করেন, দীর্ঘদিন ধরে একটি মহল ওই জমি দখলের চেষ্টা চালিয়ে আসছিল। তারা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সম্পত্তির নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে প্রশাসনের জরুরি হস্তক্ষেপ ও দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছেন।

[redacted]

[redacted]

অপরিকল্পিত নগরায়ণের কারণে সবুজের পরিমাণ ক্রমেই কমে যাচ্ছে। এমন বাস্তবতায় বর্তমান জনবান্ধব সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীও আগামী ৫ বছরে ২৫ কোটি বৃক্ষ রোপণের ঘোষনা দিয়েছেন এবং কর্মসূচি শুরু হয়েছে। এর সাথে বসুন্ধরা শুভসংঘ শিক্ষার্থীদের হাতে গাছের চারা তুলে দেওয়ার উদ্যোগ ব্যাপক সময়োপযোগী ও প্রশংসনীয়।

অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক নয়ন কুমার রাজবংশী বলেন, একটি গাছ শুধু পরিবেশের সৌন্দর্যই বাড়ায় না, এটি মানুষের জীবন রক্ষায়ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। গাছ বাতাস থেকে কার্বন ডাই-অক্সাইড শোষণ করে অক্সিজেন সরবরাহ করে, মাটির ক্ষয়রোধ করে, জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে সহায়তা করে এবং তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখে। তাই প্রতিটি মানুষকে অন্তত একটি করে গাছ লাগানো এবং তার পরিচর্যার দায়িত্ব নেওয়া উচিত। বসুন্ধরা শুভসংঘের এই উদ্যোগ প্রতিটি এলাকায় ছড়িয়ে পড়ুক।

রাহেলা খাতুন গার্লস একাডেমির শিক্ষার্থীরা গাছের চারা পেয়ে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে। শিক্ষার্থীরা জানান, তারা নিজ বাড়ির আঙিনা কিংবা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের খালি জায়গায় এসব চারা রোপণ করবে এবং নিয়মিত পরিচর্যা করবে। শিক্ষার্থীদের মতে, একটি গাছ বড় হয়ে ওঠা দেখার মধ্যেও রয়েছে আলাদা আনন্দ এবং দায়িত্ববোধের শিক্ষা।

পরে স্কুল প্রাঙ্গণে গাছের চারা রোপণ করেন অতিথি ও শিক্ষার্থীরা।

আলমডাঙ্গার নারী উদ্যোক্তা মৌমিতার সাফল্যের গল্প

চেহারা নয়, হাতের জাদুতেই লাখো মানুষের হৃদয় জয় করেছেন আলমডাঙ্গার নারী উদ্যোক্তা মৌমিতা রহমান মৌ। রান্নাঘর থেকে শুরু হওয়া তাঁর পথচলা আজ অনলাইন দুনিয়ায় এনে দিয়েছে ব্যাপক পরিচিতি ও সাফল্য।

চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গা পৌরসভার কোর্টপাড়ার বাসিন্দা মো.

মোমিনুর রহমানের কন্যা মৌমিতা রহমান মৌ বর্তমানে জনপ্রিয় কনটেন্ট ক্রিয়েটর হিসেবে পরিচিত। মুখ না দেখিয়ে কেবল হাতের কাজ, রান্নার কৌশল এবং ঘরোয়া নানা টিপসের মাধ্যমে তিনি প্রায় ১০ লাখ মানুষের ভালোবাসা অর্জন করেছেন।

জানা গেছে, আলমডাঙ্গা সরকারি কলেজ থেকে গ্র্যাজুয়েশন সম্পন্ন করার পর ২০২৪ সালের মে মাসে কনটেন্ট নির্মাণ শুরু করেন মৌমিতা। নিজের আত্মসম্মানবোধ ও ব্যক্তিগত গোপনীয়তাকে প্রাধান্য দিয়ে মুখমণ্ডল প্রদর্শন না করেই শালীন ও মার্জিত উপায়ে অনলাইনে কাজ করার সিদ্ধান্ত নেন। এ বিষয়ে পরিবারেরও পূর্ণ সমর্থন ছিল।

শুরুর দিকে তিনি রান্নাবান্না এবং দৈনন্দিন জীবনের অনুপ্রেরণামূলক নানা বিষয় নিয়ে ভিডিও তৈরি করতেন। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর কাজের পরিধি বৃদ্ধি পায়। বর্তমানে গৃহিণীদের কাজের চাপ কমাতে ঘরোয়া টিপস, সহজ রান্নার কৌশল, সংসার পরিচালনার পরামর্শ এবং বিভিন্ন সচেতনতামূলক বিষয় নিয়ে নিয়মিত কনটেন্ট তৈরি করছেন। সম্প্রতি দর্শকদের কাছে বিষয়গুলো আরও সহজবোধ্য করতে অ্যানিমেশন ও কার্টুনের মাধ্যমেও তথ্য উপস্থাপন শুরু করেছেন।

মৌমিতা রহমান মৌ বলেন, “ছোট ছোট কাজের টিপসও মানুষের জীবন সহজ করে দিতে পারে। অনেক গৃহিণী আমার ভিডিওতে নিজেদের জীবনের প্রতিচ্ছবি খুঁজে পান। তাঁদের আপন মনে হওয়াটাই আমার সবচেয়ে বড় অর্জন।”

তিনি আরও বলেন, “আজকের নারীরা শুধু সংসারেই সীমাবদ্ধ নন। নিজেদের মেধা ও পরিশ্রমের মাধ্যমে তাঁরা সমাজে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারেন। আমার পথচলা দেখে যদি আরেকজন মেয়েও সাহস পান, তাহলেই আমার পরিশ্রম সার্থক হবে।”

আগামী দিনে আরও মানসম্মত ও উপকারী কনটেন্ট তৈরির পাশাপাশি একটি নির্ভরযোগ্য প্ল্যাটফর্ম গড়ে তোলার স্বপ্ন দেখছেন মৌমিতা। তাঁর প্রত্যাশা, সেই প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে সাধারণ মানুষ দৈনন্দিন জীবনের নানা সমস্যার সহজ ও কার্যকর সমাধান খুঁজে পাবেন।

মুখ নয়, মেধা ও সৃজনশীলতাকেই শক্তি হিসেবে কাজে লাগিয়ে মৌমিতা রহমান মৌ হয়ে উঠেছেন নতুন প্রজন্মের নারী উদ্যোক্তাদের অনুপ্রেরণার প্রতীক।

[redacted]

[redacted]

স্বাস্থ্যসেবার অবকাঠামো ও সক্ষমতা বৃদ্ধির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। তারই অংশ হিসেবে ১০টি জেলা হাসপাতালে আধুনিক আইসিইউ স্থাপন করা হয়েছে।

এদিকে, উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের সম্মেলন কক্ষ থেকে হাসপাতালের কর্মকর্তাদের পাশাপাশি ভার্চুয়ালি যুক্ত ছিলেন রাজনৈতিক নেতারাও। উদ্বোধনের পর অতিথিরা হাসপাতালের নতুন ভবনের সপ্তম তলায় স্থাপিত আইসিইউ ইউনিট পরিদর্শন করেন।

এ সময় ফিতা কেটে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের আইসিইউ কার্যক্রমের সূচনা করেন চুয়াডাঙ্গা-১ আসনের সংসদ সদস্য অ্যাডভোকেট মাসুদ পারভেজ রাসেল। তিনি বলেন, দীর্ঘদিন পর আইসিইউ চালু হওয়া জেলার স্বাস্থ্যসেবায় একটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন। পাশাপাশি দক্ষ জনবল নিশ্চিত করে রোগীদের মানসম্মত চিকিৎসাসেবা প্রদান করতে হবে।

চুয়াডাঙ্গার সিভিল সার্জন ডা. হাদী জিয়া উদ্দিন আহমেদ বলেন, উদ্বোধনের পর প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি সম্পন্ন করে খুব শিগগিরই আইসিইউর কার্যক্রম শুরু করা হবে। তবে এ ইউনিট পরিচালনায় দক্ষ জনবলের প্রয়োজন রয়েছে।

অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক বিদ্যুৎ কুমার বিশ্বাস, আবাসিক চিকিৎসা কর্মকর্তা (আরএমও) ডা. ফারহানা ওয়াহিদ তানি, সার্জারি কনসালট্যান্ট ডা. এহসানুল হক তন্ময়, পৌর বিএনপির সভাপতি সিরাজুল ইসলাম মনি, বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতা, চিকিৎসক ও নার্সরা।

আলমডাঙ্গার বধ্যভূমি সড়কে ফলজ গাছে আগুন

চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গা বধ্যভূমি সড়কের জিকে ক্যানেল সংলগ্ন হাড়গাড়ী এলাকায় দুর্বৃত্তদের আগুনে কয়েকটি ফলজ গাছ পুড়ে যাওয়ার ঘটনা ঘটেছে।

এ ঘটনায় স্থানীয়দের মধ্যে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে এবং দোষীদের দ্রুত শনাক্ত করে আইনের আওতায় আনার দাবি উঠেছে।

সরেজমিনে দেখা যায়, সড়কের পাশে থাকা দুইটি কাঁঠাল গাছ, তিনটি তালগাছ এবং একটি আমগাছ আগুনে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। স্থানীয়দের অভিযোগ, পরিকল্পিতভাবে প্রতিহিংসার বশবর্তী হয়ে গাছগুলোতে আগুন দেওয়া হয়েছে।

এলাকাবাসী জানান, মানুষের মধ্যে বিরোধ বা শত্রুতার জেরে ফলজ গাছের মতো পরিবেশবান্ধব সম্পদ ধ্বংস করা অত্যন্ত নিন্দনীয় ও অমানবিক কাজ। তারা প্রশ্ন তুলেছেন, ব্যক্তিগত বিরোধের প্রতিশোধ নিতে গাছ পুড়িয়ে দেওয়ার মতো ঘটনা কতটা বর্বরতার পরিচয় বহন করে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, সরকারি জমিতে বেড়ে ওঠা এসব গাছের ওপর এর আগেও বিভিন্ন সময় ক্ষতিকর কর্মকাণ্ড চালানো হয়েছে।

তবে এসব ঘটনার বিরুদ্ধে দৃশ্যমান ব্যবস্থা না নেওয়ায় অপরাধীরা আরও বেপরোয়া হয়ে উঠছে বলে অভিযোগ করেছেন সচেতন নাগরিকরা।

ঘটনার খবর পেয়ে আলমডাঙ্গা জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ সংস্থার সদস্যরা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন এবং এর তীব্র নিন্দা জানান। সংগঠনের সদস্যরা বলেন, পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য রক্ষায় গাছের গুরুত্ব অপরিসীম। তাই ক্ষতিগ্রস্ত গাছগুলোর পরিচর্যা এবং ভবিষ্যতে এ ধরনের ঘটনা প্রতিরোধে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করা জরুরি।

তারা আরও বলেন, সামাজিক সংগঠন হিসেবে পরিবেশ সংরক্ষণে প্রয়োজনীয় সব ধরনের সহযোগিতা করতে তারা প্রস্তুত রয়েছেন। একই সঙ্গে ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের দ্রুত শনাক্ত করে আইনের আওতায় এনে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করার দাবি জানান তারা।

এ বিষয়ে স্থানীয় প্রশাসনের হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন এলাকাবাসী ও পরিবেশকর্মীরা। তাদের মতে, পরিবেশ ধ্বংসের এমন কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া না হলে ভবিষ্যতে আরও বড় ধরনের ক্ষতির আশঙ্কা রয়েছে

চুয়াডাঙ্গায় সাপ্তাহিক সাহিত্য পাঠের আসর “পদধ্বনি” অনুষ্ঠিত

চুয়াডাঙ্গা সাহিত্য পরিষদের নিয়মিত সাপ্তাহিক সাহিত্য পাঠের আসর ‘পদধ্বনি’-এর ১৬২১তম পর্ব অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল শুক্রবার বিকেল চারটায় পরিষদের নিজস্ব কার্যালয়ে এটি অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন গ্রন্থাগার সম্পাদক হুমায়ুন কবীর এবং সঞ্চালনায় ছিলেন অর্থ সম্পাদক মিম্মা সুলতানা মিতা।

আসরে স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন— গুরু কাজল মল্লিক, জি এম জোয়ার্দার, মরিয়ম সুলতানা ভুবন, সালমা খাতুন, মর্জিনা খাতুন, আব্বাসউদ্দীন, হারুন অর রশিদ, আবু নাসিফ খলিল, সুমন মালিক, গোলাম কবীর মুকুল ও পূর্ণিমা রাণী সাহা। এছাড়া গল্প শুনিয়েছেন মিম্মা সুলতানা মিতা ও সরদার আলী হোসেন।

পাঠকদের লেখা ও সাহিত্য নিয়ে গঠনমূলক আলোচনা ও পরামর্শ প্রদান করেন অধ্যক্ষ হামিদুল হক মুন্সী, সরদার আলী হোসেন, হুমায়ুন কবীর এবং আবু নাসিফ খলিল। চুয়াডাঙ্গার স্থানীয় কবি ও সাহিত্যিকদের এই মিলনমেলায় জেলার বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বগণ উপস্থিত ছিলেন।